কুড়িগ্রাম জেলার ফুলবাড়ী উপজেলায় ধরলা নদীর ওপর ৯৫০মিটার দীর্ঘ 'শেখ হাসিনা ধরলা সেতু'

শুভ উদ্বোধন করেন

শেখ হাসিনা

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
২০ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৫ বঙ্গাব্দ, ০৩ জুন ২০১৮ খৃষ্টাব্দ

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

পটভূমি

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গ্রামীণ যোগাযোগ অবকাঠামোর প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। এসব অবকাঠামো উন্নয়নের গতিকে ত্বরান্বিত করে। বিশেষত দারিদ্র্য বিমোচন, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনে রাখে অসামান্য অবদান। ধরলা নদীর ওপর নির্মিত ৯৫০ মিটার দীর্ঘ 'শেখ হাসিনা ধরলা সেতু' বর্তমান সরকারের একটি সফল উদ্যোগ। সেতুটি উদ্বোধনের মধ্যদিয়ে এ অঞ্চলের মানুষের দীর্ঘদিনের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হলো। সেতুটি নির্মাণের উদ্দেশ্য হলো নিরবচ্ছিন্ন পরিবহন যোগাযোগ গড়ে তোলা, যাতে জনগণ স্বল্প খরচে উৎপাদিত পণ্য পরিবহন ও বাজারজাত করতে পারে এবং পণ্যের নায্যমূল্য পায়। আশা করা হচ্ছে, সেতুটি নির্মাণের ফলে এ অঞ্চলের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সূচকসমূহের গতি ত্বরান্বিত হবে।

কুড়িগ্রাম আজ এক সম্ভাবনাময় জেলা। একসময় কার্যকর যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাব, নদী ভাঙ্গন, ভূমিহীনতা, কৃষি-চাষাবাদের দূরাবস্থার কারণে এখানে কর্মস্থানের অভাব ছিল প্রকট, ছিল অসহনীয় দারিদ্র্য ও ক্ষুধা। বর্তমান সরকারের ব্যাপক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের ফলে পরিস্থিতি আজ বদলে গেছে। 'মঙ্গা' নামের অসুরটি আজ অপসৃত হয়েছে। দেশজুড়ে অঞ্চলভিত্তিক সুষম উন্নয়ন নিশ্চিত করতে সরকার সমন্বিত সড়ক নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠার বিষয়টি অগ্রাধিকার দিচ্ছে। নবনির্মিত 'শেখ হাসিনা ধরলা সেতু'টি উত্তরাঞ্চলের বিভিন্ন এলাকার আন্তঃসংযোগ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এক মাইলফলক হিসেবে কাজ করবে।

ধরলা নদী কুড়িগ্রাম ও লালমনিরহাট জেলার বিস্তীর্ণ জনপদ বিশেষত লালমনিরহাট সদর ও কুড়িগ্রাম জেলার ফুলবাড়ী উপজেলাকে আলাদা করেছে। লালমনিরহাট সদর ও কুড়িগ্রাম জেলার ফুলবাড়ী উপজেলার মধ্যবর্তী স্থান কুলাঘাটে ধরলা নদীর ওপর ৯৫০ মিটার সেতুটি নির্মাণ করা হয়। এ সেতুর উভয় প্রান্তে নির্মিত হয়েছে সংযোগ সড়ক। এলাকার বন্যা পরিস্থিতি ও নদীর নাব্য বিবেচনায় রেখে সেতুটি নির্মিত হয়েছে। সেতুটি নির্মাণের ফলে ফুলবাড়ী, নাগেশ্বরী ও ভুরুঙ্গামারী উপজেলার ১০ লাখ জনসাধারণ স্বল্পসময়ে বিভাগীয় শহর রংপুরে যাতায়াত করতে পারবে। ফলে কুড়িগ্রাম জেলার ব্যাপক এলাকায় অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডের প্রসার ঘটবে মর্মে আশা করা যাচ্ছে। এতে গ্রামীণ দারিদ্র্য হ্রাস পাবে, যা বর্তমান সরকার ঘোষিত ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশের মধ্যম আয়ের দেশে উত্তরণে একটি সোপান হিসেবে কাজ করবে। অধিকন্তু, নবনির্মিত এ সেতুটি এ অঞ্চলের উন্নয়ের ক্ষেত্রে এক নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করবে।

কুড়িগ্রাম জেলার ফুলবাড়ী উপজেলায় ধরলা নদীর ওপর ৯৫০ মিটার দীর্ঘ 'শেখ হাসিনা ধরলা সেতু' তথ্য কনিকা

- ২০১১ সালের ১৯ অক্টোবর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কুড়িগ্রাম জেলার ফুলবাড়ী উপজেলায় ধরলা নদীর ওপর ৯৫০ মিটার দীর্ঘ সেতু নির্মাণের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন।
- ২০১২ সালের ২০ সেপ্টেম্বর সেতুটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে একনেক সভায় সেতু নির্মাণের প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়।
- প্রকল্প বাস্তবায়ন কাল: জুলাই ২০১৩ থেকে ডিসেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত।
- প্রকল্প ব্যয়: ২০৬ কোটি ৮৫ লক্ষ ১৯ হাজার টাকা।
- অর্থায়নে: বাংলাদেশ সরকার।
- সেতুর মোট দৈর্ঘ্য: ৯৫০ মিটার,
- ডাবল লেন সেতুর প্রস্থ: ৯.৮০ মিটার, ক্যারেজওয়ে ৭.৩০ মিটার এবং সেতুর উভয় পার্শ্বে ১ মিটার চওড়া ফুটপাত রয়েছে।
- প্রি-স্ট্রেস্ড কংক্রিট (পিসি) গার্ডার নির্মিত এই সেতুর মোট স্প্যান ১৯ টি, প্রতি স্প্যানের দৈর্ঘ্য ৫০ মিটার।
- ১৮ টি পিয়ার ও ২৪০ টি পাইল রয়েছে সেতুটিতে।
- নৌযান চলাচলের জন্য ন্যূনতম নেভিগেশন ক্লিয়ারেন্স রাখা হয়েছে ৭.৬২ মিটার।
- রাতে নিরাপদে চলাচলের জন্য সেতুতে বৈদ্যুতিক বাতি স্থাপন করা হয়েছে।
- সংযোগ সড়কের দৈর্ঘ্য: সর্বমোট ২৯১৯মিটার। ফুলবাড়ী প্রান্তে ৮৯২ মিটার; লালমনিরহাট প্রান্তে ২০২৭ মিটার
- নদী শাসন: ৩৪৯৪ মিটার। ফুলবাড়ী অংশে ১২৫৬ মিটার; লালমনিরহাট অংশে ২২৩৮ মিটার।
- জমি অধিগ্রহণ: ১৩.৬৫৬ একর। ফুলবাড়ী অংশে ১০.৫৬৮ একর ও লালমনিরহাট অংশে ৩.০৮৮ একর।
- নির্মাণ ব্যয়:

উপাংশ	পরিমাণ	ব্যয় (কোটি টাকা)
মূল সেতু	৯৫০ মিটার	১৩১.৫৮
সংযোগ সড়ক	২৯১৯ মিটার	১৩.০৯
নদী শাসন	৩৪৯০ মিটার	৪৩.৫০
ভূমি অধিগ্রহণ	১৩.৬৫৬ একর	২.৩৩

- ধরলা নদী লালমনিরহাট সদর উপজেলা ও কুড়িগ্রামের ফুলবাড়ী উপজেলাকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল। 'শেখ হাসিনা ধরলা সেতু' নির্মিত হওয়ায় কুড়িগ্রাম জেলার ফুলবাড়ী, নাগেশ্বরী ও ভুরুঙ্গামারী উপজেলার প্রায় ১০ লাখ জনসাধারণ স্বল্প সময়ে বিভাগীয় শহর রংপুরে যাতায়াত করতে পারবে। এতে এলাকার শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডের ব্যাপক প্রসার ঘটাবে।
- সেতুটি বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের উন্নয়নের একটি মাইল ফলক হিসেবে বিবেচিত হবে।